কেয়ামতের দৃশ্যাবলী

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকতুহু।

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম।

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে " **কিয়ামতের দৃশ্যাবলী**" ।

কিয়ামত সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াত কোরআন মজীদে আল্লাহ তায়লা নাযিল করেছেন। সে সমস্ত আয়াতে কিয়ামত ও বিচারের দিবসের ভয়াবহ দৃশ্য বর্ণনা করা হয়েছে। আজকের আলোচনায় তার কিছু আয়াত এখানে উল্লেখ করা হোল।

যারা আরবী কোরআন পড়তে পারেন এবং বুঝতে পারেন, তাদেরকে অনুরোধ করছি বার বার আয়াতগুলো তেলোয়াত করুন। যারা শুধু তেলাওয়াত করতে পারেন, কিন্তু অর্থ বুঝতে পারেন না, তারাও মেহেরবানী করে বারবার তেলাওয়াত করুন। যারা তেলাওয়াত ও করতে পারেন না, তাদেরকে বিশেষভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ করছি দয়া করে অর্থগুলো বার বার পড়ুন এবং হৃদয়ংগম করার চেষ্টা করুন।

পবিত্র কুরআনুল করীমে আল্লাহ তায়লা ইরশাদ করেন:

১। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জেনে যাবে কী নিয়ে হাজির হয়েছে সে।

إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (١) وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ (٢) وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ (٤) وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ (٥) وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ (٦) وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ (٧) وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ (٨) بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ (٩) وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ (١٠) وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ (١١) وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ (١٢) وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ (١٣) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ (١٤) **التَّكْوِير : ١ إلى ١٤ ٨١**

১. সূর্যকে যখন দীপ্তিহীন করা হবে, ২. যখন নক্ষত্ররাজি খসে পড়বে, ৩. পর্বতসমূহকে যখন চলমান করা হবে, ৪. যখন পূর্ণ-গর্ভা (দশ মাসের গর্ভবতী) উষ্ট্রী উপেক্ষিত হবে, ৫. যখন বন্য পশুগুলিকে একত্রিত করা হবে, ৬.এবং সমুদ্রগুলিকে যখন উদ্বেলিত করা হবে; ৭. (দেহে) যখন প্রাণগুলিকে মিলিত করা হবে, ৮. যখন জীবন্ত-প্রথীতা (জীবন কবর) কন্যাকে জিজ্ঞেস করা হবে; ৯. কী অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল? ১০. যখন আমলনামাসমূহ প্রকাশ করা হবে, ১১. যখন আকাশের আবরণ অপরসারিত করা হবে ১২. জাহান্নামের অগ্নি যখন উদ্দীপিত করা হবে, ১৩. এবং জান্নাতকে যখন নিকটবর্তী করা হবে ১৪. তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানবে সে কি নিয়ে এসেছে। **আত-তাকভীর ৮১: ১ থেকে ১৪**

২। তখন প্রত্যেক ব্যক্তিই জানতে পারবে, সে কি পাঠিয়েছে সামনের জন্যে, আর কী রেখে এসেছে পেছনে?

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (١) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ (٢) وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ (٣) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (٤) عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ (٥) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) **الإنفِطار : ١ إلى ٨٢**

১. যখন আকাশ ফেটে যাবে, ২. যখন তারকারাজী বিক্ষিপ্তভাবে ঝরে পড়বে, ৩. যখন সমুদ্রগুলি উদ্বেলিত হবে, ৪. এবং যখন কবরসমূহ উন্মোচিত হবে; ৫. তখন প্রত্যেকে যা পূর্বে প্রেরণ করেছে এবং পশ্চাতে পরিত্যাগ করেছে তা জেনে নেবে। ৬. হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালকের ব্যাপারে ধোকায় ফেলেছে? **আল ইনফিতার ৮২: ১ থেকে ৬**

৩। হে মানুষ, তুমি তোমার কৃতকর্মের বোঝা নিয়ে ফিরে চলছো তোমার মালিকের দিকে। তুমি তাঁর সাক্ষাত পাবেই।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (১) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (২) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ (৩) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (৪) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ (৫) يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ (৬) **৮৪ الإنشِقاق : ১ إلى ٦**

১. যখন আকাশ ফেটে যাবে, ২. এবং স্বীয় প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং এটিই তার উপযুক্ত করণীয়। ৩. এবং পৃথিবীকে যখন সম্প্রসারিত করা হবে। ৪. এবং পৃথিবী তার অভ্যন্তরে যা আছে তা বাইরে নিক্ষেপ করবে এবং খালি হয়ে যাবে, ৫. এবং তার প্রতিপালকের আদেশ পালন করবে এবং তার এটিই উপযুক্ত করণীয়। ৬. হে মানব! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট পৌছানোর জন্য কঠোর সাধনা করছ পরে তুমি তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে। **আল ইনশিক্বাক্ব ৮৪: ১ থেকে ৬**

৪। তখন সে বলবে: হায়রে, আমার (আখেরাতের) এ জীবনের জন্যে যদি (ভালো) কাজ করে পাঠাতাম

كَلَّا ۖ بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (১৭) وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (১৮) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا (১৯) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا (২০) كَلَّا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (২১) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا (২২) وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ (২৩) يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (২৪) فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ (২৫) وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ (২৬) **৮৯ الفَجْر : ১৭ إلى ২৬**

১৭. কখনই নয়। বস্তুত: তোমরা ইয়াতীমকে সম্মান কর না। ১৮. এবং তোমরা পরস্পরকে উৎসাহিত কর না অভাবগ্রস্তকে খাদ্য দানে, ১৯. এবং তোমরা উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য সম্পদ সম্পূর্ণরূপে ভক্ষণ কর, ২০. এবং তোমরা ধন সম্পদের অত্যধিক মায়া করে থাকো।, ২১. এটা সঙ্গত নয়। পৃথিবীকে যখন ভেঙ্গে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে; ২২. এবং যখন তোমরা প্রতিপালক আগমন করবেন, আর ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধভাবে; (থাকবে) ২৩. সেদিন জাহান্নামকে আনয়ন করা হবে এবং সেদিন মানুষ উপলব্ধি করবে; কিন্তু এই উপলব্ধি তার কি কাজে আসবে? ২৪. সে বলবে: হায়! আমার এ জীবনের জন্যে আমি যদি কিছু অগ্রীম পাঠাতাম! ২৫. সেদিন তাঁর (আল্লাহ্র) আযাবের মত আযাব কেউ দিতে পারবে না, ২৬. এবং তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ করতে পারবে না। **আল ফজর ৮৯: ১৭-২৬**

৫। অনু পরিমান ভালো ও অনু পরিমান মন্দ আমল ও সেই দিন (কিয়ামতের দিন) সে দেখতে পাবে

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا (১) وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (২) وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا (৩)يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا (৪) بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا (৫) يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ (৬)فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (৭) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (৮) **৯৯ الزّلزال : ১ إلى ৮**

১. পৃথিবীকে যখন প্রবলভাবে প্রকম্পিত করা হবে, ২. এবং পৃথিবী যখন তার অভ্যন্তরের ভার সমূহ বের করে দিবে, ৩. এবং মানুষ বলবে: এর কি হলো? ৪. সেদিন পৃথিবী তার সবতত্ত্ব বর্ণনা করে দিবে, ৫. কারণ তোমার প্রতিপালক তাকে আদেশ করবেন, ৬. সেদিন মানুষ ভিন্ন ভিন্ন দলে বের হবে, তাদের কৃতকর্ম দেখানোর জন্য। ৭. কেউ অণু পরিমাণ সৎকর্ম করলে তাও দেখবে। ৮. এবং কেউ অণু পরিমাণ অসৎকর্ম করলে তাও দেখবে। **যিলযাল ৯৯: ১ থেকে ৮**

৬। যার ভালোকাজের পাল্লা ভারী হবে সে থাকবে আনন্দে, যার ভালো কাজের পাল্লা হালকা হবে সে থাকবে জ্বলন্ত আগুনে।

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْقَارِعَةُ (১) مَا الْقَارِعَةُ (২) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ (৩) يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ (৪) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (৫) فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ (৬) فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ (৭) وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ (৮) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ (৯) وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ (১০) نَارٌ حَامِيَةٌ (১১) **১০১ القارِعَة : ১ إلى ১১**

১. (হৃদয়ে) প্রচন্ড আঘাতকারী (মহাপ্রলয়), ২. (হৃদয়ে) প্রচন্ড আঘাতকারী (মহাপ্রলয়) কি? ৩. (হৃদয়ে) প্রচন্ড আঘাতকারী (মহাপ্রলয়) সম্মন্ধে তুমি কি জান? ৪. সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মতো, ৫. এবং পর্বতসমূহ হবে ধূনিত রঙীন পশমের মতো। ৬. তখন যার পাল্লা ভারী হবে, ৭. সে সন্তোষজনক জীবন লাভ করবে। ৮. কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে, ৯. তার স্থান হবে হাবিয়াহ্। ১০. হাবিয়াহ্ কি তুমি জান? ১১. (এটা) অতি উত্তপ্ত অগ্নি। **কারেয়া ১০১: ১ থেকে ১১**

৭। <u>কিয়ামত অবশ্যি ঘটবে</u>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الْحَاقَّةُ (১) مَا الْحَاقَّةُ (২) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ (৩) كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ (৪)**৬৯ الحَاقّـة : ১ إلى ৪**

১. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা। ২. সেই অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী? ৩. তুমি কি জান যে, অবশ্যম্ভাবী ঘটনা কী? ৪. আ'দ ও সামূদ সমপ্রদায় মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল মহাপ্রলয় । **আল হাক্কাহ ৬৯:১ থেকে ৪**

৮। <u>সে দিনটিই সংঘটিত হবে মহাদূর্ঘটনা</u>

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (১৩) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً (১৪) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (১৫) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (১৬) **৬৯ الحَاقّـة : ১৩ إلى ১৬**

১৩. যখন শিংগায় ফুৎকার দেয়া হবে-একটি মাত্র ফুৎকার। ১৪. আর পৃথিবী ও পর্বত মালাকে উত্তোলন করা হবে এবং একই ধাক্কায় চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয়া হবে। ১৫. সেদিন যা সংঘটিত হওয়ার (কিয়ামত) সংঘটিত হয়ে যাবে। ১৬. এবং আকাশ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়বে। **আল হাক্কাহ ৬৯:১৩ থেকে ১৬**

৯। <u>সে দিন তোমরা দেখবে প্রত্যেক বুকের দুধ খাওয়ানো (মা) ভুলে যাবে তার দুগ্ধপায়ী সন্তানকে</u>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (১) يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (২)**২২ الحَجّ : ১ إلى ২**

১. হে মানবমন্ডলী! তোমরা ভয় করো তোমাদের প্রতিপালককে; নি:সন্দেহে কিয়ামতের প্রকম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। ২. যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে সেই দিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী উদাসীন হয়ে যাবে তার দুগ্ধপোষ্য শিশু হতে এবং প্রত্যেক গর্ভপাত করে ফেলবে: মানুষকে দেখবে মাতাল সদৃশ, যদিও তারা নেশা গ্রস্ত নয়; বস্তুত: আল্লাহর শাস্তি কঠিন। **হাজ্জ ২২:১ থেকে ২**

১০। <u>সেদিন অপরাধীরা আযাবের বিনিময়ে দিতে চাইবে সন্তানদের স্ত্রী, ভাই, জ্ঞাতি-গোষ্ঠী সহ সবাইকে</u>

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ (٨) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (٩) وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا (١٠)يُبَصَّرُونَهُمْ ۚ يَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ (١١) وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ (١٢) وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ (١٣) وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ (١٤) كَلَّا ۖ إِنَّهَا لَظَىٰ (١٥) نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ (١٦) تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ (١٧) وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ (١٨) **৭০ المَعارِج : ٨ إلى ١٨**

৮. সেদিন আকাশ হবে গলিত রূপার মত, ৯. এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙ্গীন পশমের মত, ১০. আর কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু কোন অন্তরঙ্গ বন্ধুর খোঁজ নিবে না, ১১. তাদেরকে করা হবে একে অপরের দৃষ্টিগোচর। অপরাধী সেই দিনের আযাবের বদলে দিতে চাইবে সন্তান-সন্ততিকে ১২. তার স্ত্রীকে ও ভাইকে, ১৩. তার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীকে, যারা তাকে আশ্রয় দিতো। ১৪. এবং পৃথিবীর সকলকে, যাতে এই মুক্তিপণ তাকে মুক্তি দেয়। ১৫. না, কখনো নয়, এটা তো লেলিহান অগ্নি শিখা, ১৬. যা মাথা হতে চামড়া খসিয়ে দিবে। ১৭. জাহান্নাম ঐ ব্যক্তিকে ডাকবে, যে (সত্যের প্রতি) পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছিল ও মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। ১৮. সে সম্পদ জমা করে এবং সংরক্ষিত করে রেখেছিল। **আল মা'আরিজ ৭০: ৮ থেকে ১৮**

১১। <u>কেমন করে আত্মরক্ষা করবে সেদিন, যে দিনটি কিশোরদের বানিয়ে দেবে বৃদ্ধ?</u>

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا (١٤)إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا (١٥) فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا (١٦) فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا (١٧) السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ ۚ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا (١٨) إِنَّ هَٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا (١٩) **৭৩ المُزَّمِّل : ١٤ إلى ١٩**

১৪. (এসব হবে) সেদিন যেদিন পৃথিবী ও পর্বতমালা প্রকম্পিত হবে এবং পর্বতসমূহ বহমান বালুকারাশির ন্যায় হবে। ১৫. আমি তোমাদের নিকট এক রাসূল পাঠিয়েছি তোমাদের জন্যে সাক্ষী স্বরূপ যেমন ফিরআ'উনের নিকট একজন রাসূল পাঠিয়েছিলাম, ১৬. কিন্তু ফিরআ'উন সেই রাসূলকে অমান্য করেছিল, ফলে আমি তাকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলাম। ১৭. অতএব কিভাবে তোমরা বাঁচতে পারবে যদি তোমরা কুফরী কর সেই দিনের প্রতি, যেদিন কিশোরকে বৃদ্ধ বানিয়ে দিবে, ১৮. যেদিনের কঠোরতায় আকাশ ফেটে যাবে; তাঁর প্রতিশ্রুতি অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে। ১৯. নিশ্চয়ই এটি উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করুক।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, কিয়ামত ও বিচারের দিনের ভয়াবহতা সম্পর্কে পবিত্র কোরআন মজীদে আল্লাহ তা' য়লা বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন। আল্লাহর কথা সত্য। কিয়ামত ও বিচারের দিন অবশ্যি আসবে এবং দুনিয়াতে আমাদের ভালো ও মন্দ কাজের পুংখানুপুংখ হিসাব নেয়া হবে।

আসুন, আমরা সতর্ক হয়ে যাই, মন্দ কাজ পরিহার করি ও ভালো কাজ করার সংকল্প গ্রহন করি। আশা করা যায়, মহান করুনাময় ও দয়াময় আল্লাহ আমাদেরকে ক্ষমা করবেন এবং COVID-19 এর সংক্রমন থেকে আমাদেরকে রক্ষা করবেন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।